57 60

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 7

# ছাত্র ভর্তির হয়রানি

রাজধানীতে স্কুল পর্যায়ে ভর্তির সমস্যা সাধারণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর নভেম্বর থেকে পবরর্তী জানুয়ারী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি নিয়ে অভিভাবক মহলের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পাশাপাশি অপরিসীম হয়রানির শিকার হতে হয়। রাজধানীতে ভর্তিযোগ্য স্কুলের অভাব আছে, তা হয়-তো বলা যাবে না, তবে ভালো স্কুলের যে অভাব আছে তা অস্বীকার্য নয়। এটা খুবই স্বাভাবিক প্রবণতা যে, অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার উন্নত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে ,ভালো বলে পরিচিত স্কুলগুলোতেই তাদের ভর্তি করাতে চাইবে। সমস্যাটা মূলত এখানেই যে, ভালো স্কুলের সংখ্যা খুব কম। হাতেগোনা এসব ভালো স্কুলে সীট সংখ্যা এত বেশী নয় যে, ভর্তি ইচ্ছুক সবাইকে ভর্তি করা সম্ভব। ফলে প্রতিযোগিতা অবধারিত। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে অভিভাবকদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দৌড়াদৌড়ি ও হয়রান-পেরেশানের সীমা-পরিসীমা থাকে না। এবারও এর ব্যতিক্রমের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খবরা খবর থেকে জানা গেছে, ভর্তিযুদ্ধ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট জোরদার হয়ে উঠেছে। ভর্তি ফরম সংগ্রহ, পরীক্ষার প্রস্তুতি ও পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়ে অভিভাবকরা এস্কুল সেস্কুলে ছোটাছুটি করছে। কোথায় যে তাদের ছেলে-মেয়েদের ঠিকানা হবে কেউ বলতে পারে না। আদৌ পছন্দের স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা-উৎকণ্ঠার অবধি নেই। জানা গেছে, সরকারী স্কুলগুলোতে এবার সীট সংখ্যা আগের মতই, অর্থাৎ বাড়েনি। পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ভর্তির একটা নিয়ম করা হয়েছে। তিন গ্রুপে এসব স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে নাকি শতকরা ১০টি আসন সংরক্ষিত থাকবে সরকারী প্রাইমারী স্কুল-গুলোতে পরীক্ষায় যারা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে তাদের জন্য। এর ভালো-মন্দ দুটি দিকই আছে। ভালো দিক হলো ঃ প্রাইমারী স্কুলের ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ লাভ করবে। আর মন্দের দিক হলো বেসরকারী স্কুলের ভালো ছাত্র-ছাত্রী—হয়তো এদের থেকেও ভালো, এই কোটা ব্যবস্থার কারণে ভর্তি হতে পারবে না। বেসরকারী ভালো স্কুলগুলোতেও গতবারের তুলনায় এবার খুব বেশী সীট বাড়বে না বলে জানা গেছে। ফলে সেখানেও প্রতিযোগিতা তুঙ্গে উঠবে। তীব্র ভর্তি সমস্যার পেক্ষাপটে ভর্তিকেন্দ্রিক নানা রকম ব্যবসা, দুনীতি, অপকর্ম ও অনিয়মের কথা প্রতি বছরই শোনা যায়। ভালো সরকারী-বেসরকারী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি মহল বিভিন্ন স্থানে কয়েক মাস আগেই কোচিং সেন্টার খুলে বসে। এটা আসলে টাকা মারার ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। সরল বিশ্বাসে এই ফাঁদে অনেকেই পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত অধিকাংশেরই বিফল হতে হয়। মাঝখান থেকে মোটা অংকের অর্থ বেরিয়ে যায়। ভর্তি করিয়ে দেবার অঙ্গীকার ঘুষ গ্রহণের কথাও শোনা যায়। একটি দালাল শ্রেণী এ কাজে নিয়োজিত। এদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকার নাকি সম্পর্ক রয়েছে। এই দু'পক্ষের যোগসাজশে ঘুষ লেন-দেন হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলে ডোনেশন প্রথাও চালু আছে। ৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নাকি ডোনেশন দিতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, এই ডোনেশনের বাইরেও নাকি আরও টাকা খরচ করতে হয়। ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়মও যে প্রশ্রয় পায় না এমন নয়। ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সব স্কুলই বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের চাপে নিয়মবহির্ভূতভাবে কিছু কিছু ভর্তি হয়ে থাকে। এই অনিয়ম নিয়মে পরিণত করার খেসারত হিসেবে অনেক ভালো ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ভর্তি সংশ্লিষ্ট প্রতারণা, দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও অনিয়মের অবসান যে সহসা ঘটবে, এমন কথা বলার সময় এখনো আসেনি।

একথা বলা বাহুল্য, রাজধানীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু যে হারে ছাত্র-ছাত্রী বাড়ছে সেই হার অনুযায়ী স্কুল বিশেষতঃ ভালো স্কুলের সংখ্যা বা সীট সংখ্যা বাড়ছে না। ফলে সমস্যাটির গভীরতা ও জটিলতা বাড়ছেই। সকল সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে লেখাপড়ার মানে সাধারণ সমতা আনা গেলে কিংবা ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার একটা পরিবেশ তৈরী করা গেলে, আমাদের বিশ্বাস, এ সমস্যার অনেকাংশে সুরাহা হতে পারে। তখন সংগত কারণেই এখনকার চিহ্নিত ভালো স্কুলগুলোতে ভর্তির জন্য অভিভাবকরা এতটা আগ্রহী ও বেদিশা-প্রবণ হয়ে উঠবে না। তখন যে কোনো একটি স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করিয়ে তারা স্বস্তি অনুভব করবে, নিশ্চিন্ত হতে পারবে। এর পরও সমস্যা অবশিষ্ট থাকলে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা সীট সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই তার সুরাহা হয়ে যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, স্কুল ও স্কুল কর্তৃপক্ষসমূহ এদিকে নজর দেবে, এটাই আমরা প্রত্যাশা করি।